জাতীয় যুব দিবস ২০২৪

০১ নভেম্বর ২০২৪

'দক্ষ যুব গড়বে দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ'

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৬ কার্তিক ১৪৩১
০১ নভেম্বর ২০২৪

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে দেশের তারুণ্যদীপ্ত যুবসমাজকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

যুবরাই জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। সাহসী, অদম্য, প্রতিশ্রুতিশীল এবং সৃজনশীল যুবসমাজ যে কোনো দেশের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রাম ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ জাতির সকল সংকট ও ক্রান্তিকালে যুবসমাজের ছিল অনন্যসাধারণ ভূমিকা। যুবসমাজের গৌরবোজ্জ্বল অবদান জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই যুবসমাজ, অর্থাৎ দেশ জনমিতিক সুবিধা (Demographic Dividend) ভোগ করছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনসহ একটি উন্নত, আধুনিক রাষ্ট্র গঠনে এ জনমিতিক সুবিধাকে কাজে লাগাতে হবে। যুবসমাজের স্বপ্নকে ধারণ করে একটি বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক ও আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বহুমুখী সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এসব পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে যুবসমাজের দক্ষতা বৃদ্ধি, সুস্থ বিকাশ, সামাজিক নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় যুব দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য, 'দক্ষ যুব গড়বে দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

কর্মবিমুখতা, কুসংস্কার, মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদসহ সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি জ্ঞানমুখী, প্রশিক্ষিত ও আদর্শ যুবসমাজই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। আমি আশা করি, দেশের যুব সম্প্রদায় নিজেদেরকে দক্ষ, আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, পরমতসহিষ্ণু, উদার ও নৈতিকতাবোধসম্পন্ন বিবেকবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সর্বাত্মক প্রয়াস অব্যাহত রাখবে। আমাদের তেজোদীপ্ত, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ যুবসমাজ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেমের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে-এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরঃ প্রসঙ্গ কথা

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

যুবরাই দেশের মূল চালিকাশক্তি এবং জাতীয় উন্নয়নের ধারক ও বাহক। অনতিক্রম্যকে অতিক্রম করে সামনের দিকে এগুনো এবং লক্ষ্যে পৌঁছানো যৌবনের সহজাত প্রবৃত্তি। যুবরা বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়ী, সৃজনশীল ও অমিত শক্তির অধিকারী। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজ। এদেশের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যুবসমাজের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা।

জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ অনুযায়ী ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিক যুব বলে গণ্য। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪, ১৭, ১৯, ২০ ও ২১ অনুচ্ছেদগুলোতে যুব শ্রেণিসহ সমগ্র জনগণের কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কর্মযজ্ঞের প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের যুবসমাজ। তাদের উন্নয়নকে কেন্দ্র করেই যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনায় পরিচালিত হচ্ছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কর্মসূচি।

যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তার পাশাপাশি যুব কার্যক্রমে নৈতিকতা, দেশপ্রেম, জীবন দক্ষতা শিক্ষা ও শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২২ হাজারের অধিক যুবসংগঠনের সক্রিয় অংশগ্রহণে যুবসমাবেশ, যুবমেলার আয়োজন, যুববিনিময় কর্মসূচিসহ যৌতুক ও বাল্যবিবাহ রোধ, মাদকের অপব্যবহার রোধ ও সন্ত্রাস বিরোধী সমাজ সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে যুবদেরকে আদর্শ ও যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তোলা হচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশন : বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গৌরব বৃদ্ধিতে সক্ষম, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আধুনিক জীবনমনস্ক যুবসমাজ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মিশন : জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

সাংগঠনিক কাঠামো : মহাপরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তাঁকে সহায়তা করেন ০৬ জন পরিচালক, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ। অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা কার্যালয়, ৬৪টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, ৪টি আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র এবং ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ ৫০৫টি উপজেলা কার্যালয় রয়েছে।

প্রশিক্ষণ : বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ৪১টি, অপ্রাতিষ্ঠানিক ৪২টি ও চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়ে থাকে। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে এবং প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশের বাস্তবতায় যুবদের জন্য তথ্যপ্রযুক্তিসহ, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক লাগসই প্রশিক্ষণ কোর্স পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও মডিউল, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত ও কর্মপন্থা নির্ধারণকে কেন্দ্র করে 'যুব প্রশিক্ষণ নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়েছে। যুববান্ধব উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। 'যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প' এর আওতায় দক্ষ গাড়িচালক তৈরি, 'টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব)' প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ফ্রিল্যান্সিং প্রকল্পের আওতায় ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি 'Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN)' প্রকল্পের আওতায় ৯ লক্ষাধিক যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। 'দারিদ্র্যমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (ইমপ্যাক্ট)' প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ৩২ হাজার বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে।

ঋণ কার্যক্রম : কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্যমোচনে যুব ঋণ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যুব ঋণ তহবিল হতে যুবদের (ক) একক ঋণ এবং (খ) পারিবারিক গ্রুপভিত্তিক ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে সর্বোচ্চ ২.০০ লক্ষ টাকা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে সর্বোচ্চ ১.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৪ থেকে ৬টি গ্রুপ নিয়ে গঠিত কেন্দ্রের প্রত্যেক সদস্যকে ১ম ও ২য় দফায় যথাক্রমে ৩০ হাজার ও ৪০ হাজার টাকা হারে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া, ৫.০০ লক্ষ টাকা হারে ৫০৫টি উপজেলায় উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। যুবঋণের সার্ভিস চার্জ ১০% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছে। যুবঋণের গড় আদায় হার ৯৫.৮৭%। এছাড়া কর্মসংস্থান ব্যাংক ও এনআরবিসি ব্যাংক এর সাথে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম ব্যাপকতা লাভ করেছে।

আত্মকর্মী সৃজন : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব পুরুষ ও যুবনারী তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও ঋণ সহায়তা কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মী হচ্ছে কিংবা নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে নিচ্ছে। আত্মকর্মী যুবদের মাসিক আয় ১০ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা আরও অধিক অর্থ উপার্জন করছে। আত্মকর্মী যুবদের গৃহীত প্রকল্পে তাদের পরিবারের সদস্যদের এবং অন্যান্য যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি : উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষিত বেকার যুবদের তিন মাস মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দু'বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি এ কর্মসূচির লক্ষ্য। এ কর্মসূচির আওতায় ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ এবং ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৯৬ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যুব ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আইন, বিধি, নীতিমালা প্রণয়ন : 'জাতীয় যুবনীতি' প্রণয়নপূর্বক 'ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যান' প্রকাশিত হয়েছে ও 'ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স' প্রণীত হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনগুলোকে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ও যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা এবং যুব নেতৃত্ব সৃষ্টি ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় যুব কাউন্সিল (গঠন, কাঠামো, কার্যপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা ও যুব উদ্যোক্তা নীতিমালা প্রণীত হয়েছে।

অধিকতর কর্মকৌশল : যুবসমাজের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের পথ সুগম করার লক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে,-(১) প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জী বহুবর্ষভিত্তিক প্রণয়ন ও অনুসরণ (২) সকল শ্রেণির যুবদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে কোটা অনুসরণ (৩) ই-প্রশিক্ষণ, দূরশিক্ষণ, মুক্তপাঠ, ই-লার্নিং কোর্স কনটেন্ট, ই-মনিটরিং ও অ্যাটেনডেন্স ট্র্যাকিং (৪) অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া (৫) চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে সংগতি রেখে এটুআই এর সহযোগিতায় ক্যাটারিং কোর্স ও ফ্যাশন ডিজাইনিং কোর্স চালুর উদ্যোগ (৬) প্রশিক্ষণার্থী, আত্মকর্মী, যুবঋণ গ্রহীতা ও যুব সংগঠকদের ডাটাবেইজ প্রণয়ন (৭) অধিদপ্তরের প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সক্ষমতা অর্জন এবং (৮) অ্যাক্রিডিটেশন/স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অব ট্রেনিং কোর্স।

জাতীয় যুব দিবস : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে প্রতিবছর ১ নভেম্বর জাতীয় যুবদিবস দেশব্যাপী উদযাপন করা হয়ে থাকে। যে সকল প্রশিক্ষিত সফল যুব আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প স্থাপন এবং যে সকল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে জাতীয় যুবদিবসে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ যাবত ৫১৯ জনকে জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে ২০ জন সফল যুবকে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হবে। জাতীয় যুব দিবসের অন্যতম অনুষঙ্গ যুব মেলা এক সপ্তাহব্যাপী প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যুব উদ্যোক্তারা তাদের পণ্য নিয়ে এ মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

যুব সংগঠন নিবন্ধনকরণ ও অনুদান : যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং সংগঠনসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ভূমিকা রেখে চলেছে। এ পর্যন্ত ১৮,৪৫৮ টি যুব সংগঠনকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) বিধিমালা এর আলোকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ৭৪৩৮টি যুবসংগঠনকে নিবন্ধন করা হয়েছে। যুব সংগঠনগুলোর কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে যুব কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৫১৮টি যুব সংগঠনকে মোট ৩৬ কোটি ৩৫ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ প্রোগ্রাম : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নিয়মানুযায়ী সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত ৪০টি বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার সাথে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

জাতীয় যুব কাউন্সিল : যুবসমাজের মাঝে নেতৃত্ব ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং যুবদের ক্ষমতায়নের পথ সুগম করতে ৭৫ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে।

এসডিজি বাস্তবায়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর : ২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট '২০৩০ এজেন্ডা' গৃহীত হয়। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৭টির মধ্যে ১,৩,৪,৮ ও ১১ অভীষ্টগুলোর সাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত। তন্মধ্যে অভীষ্ট ৮-এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় মূল দায়িত্বে নিয়োজিত। সূচক ৮.৬.১ অনুযায়ী দেশের ১৫-২৪ বছর বয়সসীমার যুব জনগোষ্ঠীর মধ্যে NEET (Not in Education, Employment or Training) জনসংখ্যাকে (ভিত্তিবছর ২০১৬ সালে মোট জনসংখ্যার ২৮.৮৮%) ২০২৫ সালে ১২% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৩% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তাবায়ন করছে।

যুব কার্যক্রম অগ্রগতির তথ্যকণিকা:

কার্যক্রম	অধিদপ্তরের শুরু থেকে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত অর্জন
বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ	৭১,৮৩,২৭৬ জন
প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান	২৪,৩৩,৭৫৬ জন
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	২,৩৫,৩৪৭ জন
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দুই বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২,৩২,৯৯৬ জন
যুব ঋণ বিতরণের পরিমাণ	২৫৬০৩৯.৬৭ লক্ষ টাকা
যুব ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	১০,৭৫,০৬৯ জন
যুব কল্যাণ তহবিল হতে যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদান	৩৬৩৫.২৬ লক্ষ টাকা
যুব কল্যাণ তহবিল হতে অনুদানপ্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৬,৫১৮ টি
নিবন্ধনকৃত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	৭,৪৩৮ টি
তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৮,৪৫৮ টি
জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান	৫১৯ জন
উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের সংখ্যা	৪,৮৭৬ জন
উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্বখাতে আত্তীকরণের সংখ্যা	১০৫৭ জন
নিয়মিতকরণের সংখ্যা	৪২৭৭ জন
পদ স্থায়ীকরণের সংখ্যা	৪২৯৭ টি
পদোন্নতির সংখ্যা	৭২৬ জন
নিয়োগের সংখ্যা	৫৭৩৬ জন

সামগ্রিক তথ্য-চিত্র অনুসারে যুব কার্যক্রমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তথা সরকারের ভূমিকা ও সাফল্য দিনে দিনে ব্যাপকতর হচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ জুলাই ও আগস্ট ২০২৪ এ সংঘটিত সফল গণ অভ্যুত্থানের ফলশ্রুতিতে সবার জন্য গ্রহণযোগ্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্রের কাতারে শামিল হবে মর্মে আমরা বিশ্বাস করি।

লেখক : মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ কার্তিক ১৪৩১
০১ নভেম্বর ২০২৪

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের যুবসমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'দক্ষ যুব গড়বে দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমাদের অদম্য যুবসমাজ জাতির প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত নতুন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যুবদের স্বপ্নপূরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং কৃষিভিত্তিক বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে সকল পর্যায়ের যুব ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকার প্রশিক্ষিত যুবদেরকে জামানতবিহীন ঋণ দিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। কর্মমুখী প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে প্রবাসেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। যুবদের কল্যাণে যুব কল্যাণ তহবিল-এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, নেতৃত্ব সৃষ্টি, প্রতিভা বিকাশ, ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাভারে, 'জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট'-এর কার্যক্রম বেগবান করা হয়েছে।

জাতীয় যুব দিবস ২০২৪ পালনের মাধ্যমে আমরা সবাই যুবদের ক্ষমতায়ন ও তাদের অধিকার রক্ষায় আরও বেশি সচেতন হবো-এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

আমি 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

উপদেষ্টা
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে যুবসমাজের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-যুব-জনতার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে একটি গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' এর প্রতিপাদ্য 'দক্ষ যুব গড়বে দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমরা সাংবিধানিক ও কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাই; যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত হবে, সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে, কেউ তার লিঙ্গ-ধর্ম-বর্ণ-ভাষার কারণে নিগৃহীত ও বঞ্চিত হবে না।

যুবরাই জাতির প্রাণশক্তি ও উন্নয়নের হাতিয়ার। দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই যুবক ও যুবনারী। মেধা, মননশীলতা, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী ও অফুরন্ত শক্তির উৎস এ যুবগোষ্ঠী যুগে যুগে সকল অসাধ্য সাধনের রূপকার। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় তথা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশজুড়ে লাগসই ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদানপূর্বক দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে লক্ষ লক্ষ যুবক ও যুবনারীকে গড়ে তোলা হচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ ও উৎকর্ষের পথ ধরে আসা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সময়কালে যুবসমাজ যুগোপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে এবং এটার মাধ্যমে সমগ্র অর্থনীতি সুচারুরূপে পরিচালিত হবে।

জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)'এর সূচক ৮.৬.১ এবং ৮.খ.১ এর লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কাজ করছে। এক্ষেত্রে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আশানুরূপ সফলতা অর্জন করছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলা কার্যালয়, ৭০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৪৯৫টি উপজেলা ও ১০টি মেট্রোপলিটন থানায় সর্বমোট ৮৩টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সহজ শর্তে প্রকল্পভিত্তিক ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের কর্মপ্রত্যাশী যুবদের আত্মকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সৃষ্টিলগ্ন থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ৭১ লক্ষ ৮৩ হাজার ২৭৬ জন যুবক ও যুবনারীকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭৫৬ জন যুব সফল আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

জাতীয় যুব দিবসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যুবদের স্বীকৃতি প্রদানসহ উপযুক্ত মর্যাদা এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ উদ্যোগী করা ও যুবদের জ্ঞান, দক্ষতা ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগানো জরুরি। যুব সমাজের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনই বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্দেশ্য।

আমি 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে দেশমাতৃকার প্রধান চালিকাশক্তি যুবসমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশের ইতিহাস যুবদের গৌরবময় অবদানে ভাস্বর। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে ভাষা আন্দোলন, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম, ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ২০২৪ এর জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল গণঅভ্যুত্থানসহ সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে যুবসমাজের আত্মত্যাগের ইতিহাস আমাদেরকে গর্বিত করে।

যুব সমাজের জন্য যুগোপযোগী কর্মসংস্থান ও তাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের আওতায় দেশের উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে যুবসমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। যুবদের জন্য গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, আত্মকর্মসংস্থান, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য। ১৮ হতে ৩৫ বছর বয়সি যুবদেরকে জেলা ও উপজেলায় মোট ৮৩টি ট্রেডে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সহায়ক ও যুববান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তন্মধ্যে 'যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ' প্রকল্পের আওতায় দক্ষ গাড়িচালক তৈরি, 'টেকাব' প্রকল্পের আওতায় ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, 'শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি' প্রকল্পের আওতায় ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি "Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN)" প্রল্পের আওতায় ৯ লক্ষাধিক যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে, যুব ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং যুবঋণের সার্ভিস চার্জ ১০% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছে।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত শতসহস্র স্বেচ্ছাসেবী যুবসংগঠনের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম যেমন-পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, রক্তদান কর্মসূচি, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সহায়তা প্রদান, মাদকের অপব্যবহার রোধ, বাল্যবিবাহ ও যৌতুকপ্রথা বিরোধী আন্দোলনসহ সমাজ সচেতনতামূলক কর্মসূচি সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৫১৯ জন সফল যুবক ও যুবতীদেরকে তাদের দৃষ্টান্তমূলক কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

আজকের দুনিয়া তথ্যপ্রযুক্তির নানা আলোয় উদ্ভাসিত। ভিন্নতা যোগ হয়েছে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ধরণে। তাই সকল প্রকার অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূরে ঠেলে যুবসমাজকে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে হবে। যেখানে থাকবে দেশপ্রেম, সাংস্কৃতিক শিক্ষা, পারিবারিক শ্রদ্ধাবোধ এবং বন্ধুত্বময় পরিবেশ। মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে আমাদের যুবরা বিশ্ব জয় করবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে, ধর্ম-বর্ণ-জাতি-শ্রেণি নির্বিশেষে আপামর জনগণের কল্যাণার্থে দেশের সকল যুবক-যুবতীদের অংশগ্রহণে একটি সমতাভিত্তিক গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আশা করি আজকের যুবদের আকাঙ্খার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সবাই এগিয়ে আসবেন।

'দক্ষ যুব গড়বে দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যে সারাদেশে 'জাতীয় যুব দিবস ২০২৪' এর বর্ণিল উদ্‌যাপন সার্থক ও সফল হোক, এ প্রত্যাশা করি।

মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী